ইসলাম এবং বেহেশ্‌ত

সাঈদ কামরান মির্জা
mirza.syed@gmail.com
ডিসেম্বর ১১, ২০০৫

[পাঠকদেরকে বিশেষ অনুরোধ আমার এই ইসলামী বেহেশ্‌ত (যদিও আমার লেখা 'ইসলামী বেহেশত' এর ইংরেজী ভার্সানটি পুর্বেই পড়েছেন) এর বাংলা অনুবাদটি অবশ্যই পড়বেন । কারণ, এই বাংলায় 'ইসলামী বেহেশত' রচনাটিতে ইমাম গাজ্জালির বিখ্যাত বই ***Ihya Uloom Ed-Din*** *থেকে আরও কিছু চমৎকার বেহেশতি মেওয়া বা মালামালের সুখবর দেওয়া হয়েছে। কে জানে, হয়তো বা আপনাদের মত কিছু এপোস্টেটদের মনের পরিবর্তন হলে হয়েও যেতে পারে; এবং আবার নামাজ-রোজাতে মনোনিবেশ করতেও পারেন ! তা'ছাড়া, এই বাংলা অনুবাদে আরও বেশি রসালো বর্ণনা পাবেন যাহা ইংরেজীতে সম্ভব হয় নাই। এই বাংলা ভার্সানটি পড়লে ভালভাবেই বুঝতে পারবেন আজ সারা পৃথিবীতে জেহাদীরা কেন তাদের অমুল্য জীবন অকাতরে বিলিয়ে দিচ্ছে কাফের হত্যার জন্য। বিশেষ করে, আজ বাংলার সবুজ ভুমিতে তৈরী* ***ওয়ারাসাতুল আম্বীয়াদের*** *(এই মুখরোচক আরবী শব্দটি জনাব আকাশ মালিকের কাছ থেকে ধার করা) যেমন—মাওলানা সাঈদী, নিজামি, গালিব, রহমান, বাংলা ভাই গংদের ইসলামী বাদর নাচের ভেল্কীবাজি বা তেলেস্‌মাতি খেলের* ***'সানে'নজুল'*** *বুঝতে হলে আমার এই লেখাটি পড়া একেবারেই ডাবল ফরয]*

আজকাল কিছু পশ্চিমা শিক্ষিত মুসলিম এপোলজিষ্ট পশ্চিমা কাফেরদেরকে বোকা বানানোর জন্য বলে থাকে যে ইসলামে কোন **Erotic pleasures,** যৌন সুখ বা পার্থিব ভোগ-বিলাসবহুল বেহেশতী শুখের কথা বলে নাই। কিন্তু আসল ব্যাপার হল যে এর চেয়ে মিথ্যা এ পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। পাঠকবর্গ আসুন দেখি এব্যাপারে ইসলাম (আল্লাহ এবং রসুল) মুমিন মুসলমানদেরকে কেমন বেহেশ্‌তের আশ্বাস দেয়!

আমরা যদি এ বিশ্বের পাঁচটি সেরা ধর্মের কথিত বেহেশ্‌ত সম্পর্কে একটু পর্যালোচনা করি, তা'হলেই আসল সত্য বের হয়ে আসবে। মোটামুটি ভাবে আমরা যাহা পাই তাহা হল নিম্নরূপ। জুইস্‌ এবং খৃষ্টান ধর্ম বেহেশত সম্পর্কে অশ্বাস দেয়; কিন্তু সেই বেহেশ্‌ত কিরূপ হবে তার কোন সুষ্ঠু বর্ননা পাওয়া যায় না। হিন্দু ধর্মেও বেহেশ্‌ত এর কথা আছে এবং কিছু কিছু পার্থিব সুখ-শান্তির আশ্বাসও দেওয়া হয়, কিন্তু তাহাও বিভিন্ন সেক্ট বিভিন্নভাবে তাহা বিশ্বাস করে থাকে (যেমন কেহ বিশ্বাস করে পুনর্জন্মে, আবার কেহ বিশ্বাস করে নির্বাণ, পরিত্রান, জীবনমুক্তি, ইত্যাদিতে) এবং সুষ্ঠু কোন বর্ননা নেই। বুদ্ধ ধর্মে বেহেশ্‌ত বলতে কিছুই নেই, কারণ বুদ্ধ ধর্মালম্বীরা পরকালের জীবন এবং পরকালের রাজা বা গড বলতে কিছুই বিশ্বাস করে না, এবং বেহেশ্‌ত-দোজক বলতে কিছুই আশা করে না। বুদ্ধদের মতে বেহেশ্‌ত-দোজক এই পৃথিবীতে আছে; এবং মানুষ যার যার কর্মফল এ দুনিয়াতেই ভোগ করবে।

কিন্তূ, ইসলামে এই বেহশত এর ব্যাপারে সম্পুর্ন একটি আলাদা বিশ্বাস সবাইর মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় শুরু থেকেই। ইসলাম বা কোরান-হাদিস এই বেহেশ্‌ত এর ব্যাপারে পুরোপুরি **Emphatic** এবং এই বেহেশ্‌তের প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তার পবিত্র কোরানে একেবারে স্পস্টকরেই বলে দিয়েছেন। ইসলামে সুধু যে বেহেশ্‌ত আছে তাই নয়, বহু প্রকার (অন্ততঃ আট প্রকারের) বেহেশ্‌ত আছে এবং প্রকার বেধে তার উপকরনের আয়োজনও বিভিন্ন রকম। ঔসমস্ত লোভনীয় বেহেশ্‌তে আল্লাহ তায়ালা এই দুনিয়ার জৈবিক এবং ইন্দ্রিয় সুখের জন্য অনেক অবিশ্বাস্য এবং অতি চমৎকার বর্ননা দিয়েছেন যাহা এই পৃথিবীর মাটির তৈরী কোন মানুষই তাহা প্রত্যাখান করতে পারবে না। এইসব অতি লোভনীয় বেহেশতি সুখের সপ্নে বিভোর হয়েই বিশ্বের মুমিন মুসলিমগন, সমস্ত মোল্লা, ক্বারী, হাফেজ, মুফ্‌তি, মাওলানাগন অতি ভক্তিসহকারে দিনে অন্তত পাঁচবার (কেহ কেহ ৭/১০ বার) আল্লাহর দরবারে নামাজ, একমাস রোজা, হজ্বে গমন, বিভিন্ন পীর-দরবেশ এবং দরগাহে ভক্তি-দর্শন, মিলাদ-মহফিলে, দান-খয়রাত ইত্যাদি করে থাকে একমাত্র এই লোভনীয় ইসলামী-বেহেশ্‌তে যাতে হাত ছাঁড়া না হয়ে যায়।

বাল্যকালে আমি কৌতহল বশতঃ আমার ধর্মীয় শিক্ষককে জিজ্ঞেস করেছিলাম এই ইসলামী বেহশ্‌ত কেমন হবে! আমাদের হুজুর অতি বিনয় এবং কনফিডেন্স সহকারে উত্তুর দিয়েছিলেন, ***"মির্ত্যুর পর যারা ভাল মুসলমান তাদেরকে আল্লাহ পুনরায় জীবিত করবেন একজন ২৫ বৎসরের যুবকের ন্যায় এবং তাদেরকে আল্লাহর তৈরী বেহেশ্‌তে স্থান দিবেন। সেখানে সব বেহেশতি বাসীদেরকে আল্লাহ পরীর ন্যায় সুন্দুরী হুর এবং গ্যালমান (সুন্দর বালক) দিবেন, সাথে থাকবে সুস্বাধু সব খাবার, মদ, মধু, ফল, মাংস, ইত্যাদি। বেহেশতি বাসীরা যাহা চাইবে সঙ্গে সঙ্গে তাহাই পাবে এবং রোগ, দুঃখ, মির্ত্যু এবং বয়স বেহেশতি বাসীদের কাছে কখনোও ঘেস্‌বে না। অর্থাৎ বেহেশতি বাসীগন চিরকাল ঔ ২৫ বৎসরের যুবকই থাকবে এবং তাদেরকে ১০০টি পুরূষের সমান যৌনশক্তি দান করবেন পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা।"*** বন্দ্ধুগন, সকল মুমিন মুসলমান, মোল্লা, মাওলানা, পীর-দরবেশ, উসামার টেররিষ্ট বাহিনীরা আন্তরীকভাবেই এইসব কুসংস্কারপুর্ন বেহেশ্‌তি মেওয়াতে একান্ত বিশ্বাস রেখেই তাদের আল্লাহভক্তি উপাসনার **Orgy** চালিয়ে যাচ্ছে।

ইসলামের কোরানে এবং হাদিসে পরম দয়ালু আল্লাহ এবং তার পেয়ারা নবী হযরত মোহাম্মদ বার বার এই **Lustful heaven** এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বান্দাদেরকে ইসলামের পথে আনার জন্য। পবিত্র কোরানে বার বার শত শত আয়াত দিয়ে মুমিন মুসলিমদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন আরও বেশী করে আল্লাহকে পুজা করার জন্য এবং পেয়ারা নবীর কথা শুনার জন্য এই বেহেশতি নামক মুলার কথা বলে। আসল কথা হল, এই **লোভনীয় বেহেশ্‌ত এবং ভয়ংকর দোজকের শাস্তিই** হল ইসলামের আসল চাবি কাটি। নিচে এইসব কুসংস্কারপুর্ন বেহেশতের কিছু নমুনা দেওয়া গেল পাঠকদের জন্য।

প্রথমে পবিত্র কোরান **(Maolana A. Yusuf Ali's translation)** থেকে কিছু চিত্তাকর্ষক বেহেশ্তি ব্যবস্থার নমূনা দেওয়া হল নিচে। এইসব অত্যান্ত লোভনীয় আস্বাস প্রায় প্রতিটি কোরানের ছুরাতেই দেওয়া হয়েছে, বলতে গেলে কোরানের পাতায় পাতায়। আল্লাহ কিছুক্ষন দিয়েছেন শক্ত ধমক বা ভয়ংকর দোজকী শাস্তির হুমকি; এবং পরমূহুর্ত্তেই দিয়েছেন অতি লোভনীয় বেহেশ্তি সুখের সুখবর। এইসব পার্থিব সুখের বর্ননাতে একটি বিখ্যাত শ্লোক (*ঝারি গানের শ্লোকের ন্যায়, বা ভাঙ্গা রেকর্ডের ন্যায়*)আল্লাহ বার বার বাজিয়েছেন, আর তা'হলো–**''সবুজ সাজানো বাগান যার নিচে দিয়ে বয়ে যাবে স্রোতশীলা নদ নদী''।** এটা আরব মরুবাসীদের জন্য একটি মহা লোভনীয় আকর্ষন ছিল ইহাতে কোন সন্দেহ নেই। পাঠকগন আসুন দেখি এবার কোরান বেহেশ্ত সম্বন্ধে কি বলেছে।

কোরান-(৫২: ১৭-২০): মুমিনগন থাকবে জান্নাতে এবং নেয়ামতে যেখানে তারা সারি বেধে সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে এবং আমরা (আল্লাহ) তাদেরকে সুন্দুরী, আয়োতলোচনা **(lovely eyes)** হুরদেরকে সঙ্গে বিবাহ দেব। সেখানে তারা একে অন্যকে পান পাত্র দেবে যাতে কোন অসার বকাবকি নেই, পাপকর্মও নেই।

কোরান-(৫২:২২-২৫): বেহেশ্তে আমি (আল্লাহ) তাদেরকে দেব ফল-মূল এবং মাংস যা তারা চাইবে। সেখানে তারা একে অপরকে পানপাত্র দেবে; যাতে অসার বকাবকি নেই এবং পাপকর্মও নেই। সেখানে সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায় সুন্দর কিশোরেরা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে। তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

কোরান-(৩৭:৪০-৪৮): তারা বসবে লাজুক এবং আয়োতলোচনা কাল চক্ষু বিশিষ্ট সতী, **সাধবী বা কুমারী, লজ্জাবতি হুরীদের সঙ্গে** যাদেরকে মনে হবে রক্ষিত শুভ্র ডিম্বের ন্যায় এবং সেখানে তারা পান করিবে পবিত্র সুরা, তাতে তারা হবে না মাতাল।

কোরান-(৪৪:৫১-৫৫): হ্যাঁ, আমরা (আল্লাহ) বেহেশ্ত বাসীদেরকে সুন্দুরী, কালো, আয়োতলোচনা চক্ষু-বিশিষ্ট **Virgin** হুরীদের সঙ্গে বিবাহ দেব।

কোরান-(৫৫: ৫৬-৫৭): তাদের মধ্যে থাকবে আয়তলোচনা লজ্জাবতি সতী, কুমারী হুরীগন যাদেরকে এপর্জন্ত কোন মানুষ বা জ্বিন কখনো স্পর্শ করে নাই; তবে আর আল্লাহর কোন অনুগ্রহ তোমরা অস্বীকার করিবে?

কোরান-(৫৫:৫৬-৭৪): সেথায় থাকিবে প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ যুবতীগন (হুর), দুটি ঘন সবুজ উদ্যান, উদ্বেলিত দু'টি ঝর্না, সেথায় আছে ফল মূল, খেজুর ও আনার, সেথায় আছে সুশীলা সুন্দুরী যুবতীরা, সুনয়না এবং তাবুতে অবস্থানকারী কুমারী হুরবালা যাদেরকে মানব অথবা জ্বিন কখনো স্পর্শ করে নাই–সুতরাং

তোমরা রবের কোন দান অস্বীকার করিবে?

কোরান-(৫৬:১৫-২৩): তারা বসিবে স্বর্নখচিত সিংহাসনে ঠেস দিয়ে মুখোমুখিভাবে বসিবে; তাদের কাছে ঘুরাফেরা করবে **মুক্তার ন্যায় চির কিশোরেরা** পানপাত্র কুঁজা খাটি সুরাপুর্ন পেয়ালা হাতে নিয়ে; যা পান করলে তাদের শীরঃপীড়া হবে না; আর থাকবে তাদের পছন্দমত পাখীর মাংস; থাকবে আয়োতলোচনা (টানা চোখের) কুমারী হুরীগন; আবরনে রক্ষিতা মুক্তার ন্যায়; ইহা তাদের কর্ম্ফল।

কোরান-(৭৮:৩১-৩৬): মুত্তাকীদের জন্য আছে সাফল্য; বাগান ও আঙ্গুর রসসমুহ এবং সমবয়স্ক সুন্দুরী উন্নতবক্ষা **(*তীরের ন্যায় চোখা চোখা ব্রেষ্ট*)** কুমারী যুবতীগন এবং তাদের হাতে থাকবে শরাব ভর্তি পেয়ালা যাহা তাদের রবের কাছ থেকে যোগ্য প্যরুস্কার।

কোরান-(৭৬:১৪-১৯): বেহেশ্তে থাকিবে বৃক্ষছায়া এবং বিভিন্ন ফলমুল যাহা চাইবে, পরিবেশন করা হইবে রৌপ্য-স্ফটিকের পাত্রে; আরও পান করিতে দেওয়া হইবে যাঞ্জাবিলের মিশ্রিত সালসা এবং সালসাবীল নামে এক ঝর্না; তাদের কাছে ঘুরাফেরা করিবে বিক্ষিপ্ত মুক্তার ন্যায় চির কিশোর বালকগন।

কোরান-(৫৬:৩৪-৩৭): তথায় থাকিবে তাদের উচ্চ শয্যা সংগিনী যদেরকে সৃজিয়াছি বিশেষভাবে, করিয়াছি চির কুমারী (**Ever Virgin**) সমবয়স্কা।

কোরান-(২:২৫): হে নবী (সাঃ) যারা ইমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা কোন ফল পাবে তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে ফলই যাহা আমরা পৃথিবীতেও পেয়েছিলাম, বস্তুত তাদেরকে একই রকম ফল দেওয়া হবে, এবং সেখানে থাকবে তাদের জন্য শুদ্ধচারিনী রমণীকুল আর সেখানে তারা অনন্তকাল বাস করিবে।

কোরান-(৪৭:১৫): মুমিন মুসলমানদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার অবস্থা নিম্নরূপ: তাতে আছে **পানির নদী, নির্মল দুধের নদী যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পান কারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নদী এবং বিশুদ্ধ মধুর নদী।** তথায় তাদের জন্য আছে রকমারি ফল মুল ও তাদের পালন কর্তার ক্ষমা। পরহেযগাররা কি তদের সমান, যারা থাকবে জাহান্নামে অনন্তকাল এবং যাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি যাহা পান করিলে তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন বিছিন্ন করে দেবে?

এবার সহি হাদিসে কিছু বেহেশ্তের নমূনা।

ইসলামের মূলমন্ত্রই হল জিহাদ বা ইসলাম রক্ষার্থে (আল্লাহর জন্য) যুদ্ধ করা যাকে

সাধারণ মুসলিমগন ধর্মযুদ্ধ বলে থাকে। এই পবিত্র জিহাদের আরও একটি চিরসত্য শক্তিশালী শ্লোগান হল–**‘‘মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী’’**। এই জিহাদে অংশগ্রহন করে যারা বেচে থাকে তারা গাজী বনে এই দুনিয়াতেই অনেক গনীমতের মাল **(war booty)**-‘সুন্দরী যুদ্ধবন্দী (**Concubines**) এবং ধনস্ম্পদ’ পেয়ে থাকে; আর যদি ধর্মযুদ্ধে শহীদ হয় তা’হলে তারা সোজা প্রবেশ করে অতি উচ্ছ মর্যাদার বেহেশ্তে যেখানে তারা অনন্তকালের জন্য ভোগ করবে অসংখ্য সুন্দরী হুরী, মদ এবং তারা অতি ভোগ-বিলাসপুর্ন আড়ম্বর জীবন-যাপন করবে। এখানে একটি সহি-বোখারী হাদিস উল্লেখ্য।

১নং অধ্যায়; নং ২৫ সহি বোখারীঃ

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, ‘‘হযরত নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা জিহাদীদের জিম্মাদার হয়ে যান যখন কোন মুসলিম যুদ্ধে বের হন, কারণ কেহ যখন জিহাদে বের হয় তারা আল্লাহ এবং রসুলের উপর একান্ত বিশ্বাসের কারণেই বের হয়। তাই আল্লাহ জিহাদীকে যুদ্ধে হয় ধন সম্পদ ও গনীমতের মালামাল সহ ঘরে ফিরাইয়া থাকেন, নতুবা শাহাদতের মাধ্যমে তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইয়া থাকেন। হুজুর (সঃ) আরও বলেন- যদি আমার উম্মতের জন্য আমি কষ্টদায়ক মনে না করতাম, তাহলে আমি কখনো যুদ্ধগমন থেকে বিরত থাকতাম না। আমার কাছে ইহা অত্যন্ত পছন্দনীয় যে আমি জিহাদে গিয়ে শহীদ হব, তারপর জীবিত হব, আবার শহীদ হব, তারপর পুনরায় জীবিত হব, তারপর আবার শহীদ হব’’ ***(আসল মুলাটি এ ভাবেই ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন)***।

তিরমিজী, অধ্যায়-২; পৃষ্ঠা-১৩৮:

প্রত্যেক বেহেশ্ত বাসীকে দেওয়া হবে **৭২টি অনিন্দ্য সুন্দরী হুরী** তাদের ভোগের জন। বেহেশ্ত বাসীরা যে কোন বয়সেই মারা যাক না কেন, তারা যখন বেহেশতে প্রবেশ করবে তখন তাদের বয়স হবে ৩০ বৎসরের যুবকের ন্যায় এবং তাদের বয়সে আর কোন পরিবর্তন হবে না; **আর প্রত্যেক বেহেশ্তবাসীকে ১০০ টি শক্তিশালী পুরুষের সমান যৌনশক্তি দান করা হবে।**

গ্যালমনঃ (সুরা ৫২-আয়াত ২৪)–আল্লাহ পবিত্র কোরানে দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঘোষনা করেছেন মুমিনদের জন্য আরও চমৎকার পুরুস্কার। দয়ালু এবং সমজদার আল্লাহ মুমিনদের জন্য বেহেশ্তে রাখবেন মুক্তার-মতির ন্যায় চকচকে সুন্দর কিশোর (অল্প-বয়স্ক বালক) যারা বেহেশ্তীবাসীদের কাছেই ঘুরাফেরা করবে। কারণ দয়ালু এবং অতি ধুরুন্দর বেদুইন আল্লাহ জানতেন যে জিহাদী আরব বেদুইন বরবরদের মধ্যে অনেকেই ছিল সমকামী (**Homosexual**) এবং তাদের কাছে ঔসব উন্নতবক্ষা হুরগন তেমন আকর্ষনীয় নাও হতে পারে। তাই চালাক আল্লাহ তদের জন্য বেহেশতে আসল মূলাটি ঝুলিয়ে দিয়েছেন আগেভাগেই। **সুন্দর মূক্তার ন্যায় কিশোর–সমকামীদের জন্য এর চেয়ে লোভনীয় আর কি হতে পারে!**

এনিয়ে আবার আমাদের ফাঁকিবাজ শিক্ষিত মোল্লাগন তাদের নিজেদের মনগড়া যুক্তি দেবার চেস্টা করে। তারা বলে, এইসব সুন্দর বালকেরা বেহেশতি বাসীদের সঙ্গে সেক্স করবে না; তারা ওয়েটার হিসেবে থাকবে। তাদের যুক্তি–'আল্লাহ কখনো বলে নাই যে সমকামীরা এইসব বালকদের সঙ্গে সেক্স করবে'। কিন্তু কথা হল, কোরানে সুন্দরী হুরদের সঙ্গে বেহেশত বাসীরা কি করবে তাকি আল্লাহ বলে দিয়েছেন? বাবা-মা বা গার্জেনরা যুবক ছেলেকে একটি সুন্দরী মেয়ে বিয়ে দিয়ে কি কখনো বলে দেয় যে ছেলেটি সেই মেয়েটি দিয়ে কি করবে? এ কেমন খোড়া যুক্তি? আমার কোন সন্দ্ধেহ নেই আল্লাহ কেন মুক্তার ন্যায় বালক দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ঔসব চকচকে বালক সুধু সমকামীদের যৌনসঙ্গী হিসেবেই সাপ্লাই দিবেন। তা'নাহলে ওয়েটারের জন্য শক্ত সামর্থ যুবকই যথেস্ট ছিল, তাই না?

<u>বেহেশতের উম্মুক্ত যৌন বাজার (Open Islamic Brothel):</u>

ইসলামের মহা পন্ডিত ইমাম গাজ্জালির বই (**Ihya Uloom Ed-Din**) এর মতে পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা বেহেশতিবাসীদের জন্য আরও চমৎকার ব্যবস্থা রেখেছেন। তিনি বেহেশতে একটি মস্তবড় খোলা সেক্স-মার্কেট রেখেছেন যাতে মুমিন বান্দারা বেহেশ্তে যেয়ে তাদের ইচ্ছেমত সেই খোলা সেক্স মার্কেটে **Non-stop and non-interrupted** সেক্স করে যেতে পারে কোটি কোটি বৎসর ধরে। এইসব ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন মুমিন মুসলিমদের, বিশেষ করে **ওয়ারাসাতুল আম্বীয়াদের** (নবীগনের প্রতিনিধি) জন্য, যারা তাদের জীবন বিপন্ন করে আল্লাহর পরম শত্রু ইহুদী/ কাফেরদেরকে সুইসাইড বোমা মেরে ধংস করেছে। এটাই তাদের যোগ্য পুরুস্কার।

এ ব্যাপারে আমাদের পেয়ারা নবী (সঃ) বেহেশ্তি বাসিদের জন্য এই ওপেন সেক্স বাজারের কথা বর্ননা করেছেন এই ভাবে।

সহি হাদিস-অধ্যায় ৪;পৃষ্ঠা-১৭২, নং ৩৪: হয রত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ''নবী (সঃ) বলেছেন যে বেহেশতে একটি মস্তবড় খোলা বাজার থাকবে যেখানে কোন কেনা-বেচা হবে না। কিন্তু সেখানে থাকবে সুধু অতি সুন্দরী উন্নতবক্ষা হুরীগন যারা ফলের দোকানের ন্যায় সেজে গুজে বসে থাকবে (**like open fruit market**) বেহেশতিবাসীদেরকে আকর্ষন করার জন্য। সেখানে কোন বেহেশতির যদি কাউকে পছন্দ হয়, তা'হলে তৎক্ষণাৎ সে সেই হুরীর সঙ্গে যৌন কাজ শুরু করবে ঠিক সেখানেই'' ।

এই চমৎকার বেহেশতি যৌন বাজারের ব্যাপারে আমরা একটি অতি **Practical scenario** এর চিন্তা করতে পারি। ধরা যাক, সেই সেক্স বাজারের মজা দেখবার জন্য কোন এক বিশেষ দিনে একজন বেহেশতি বাসী (মুমিন মুসলিম) হাজির হয়ে দেখল সেখানে তার দাদা, বড় দাদা, বাবা, ভাই, নাতীরা সকলেই যেয়ে হাজির

হয়েছে সেই লোভনীয় বাজারের তামাশা দেখতে। তখন সেখানের যতসব আকর্ষনীয়া সুন্দরী উন্নতবক্ষা (*তীরের ন্যায় চোকা চোকা ব্রেষ্ট*) হুর-বালাদেরকে দেখে তারা সবাই যৌন তারনায় উত্তেজিত হয়ে উঠল। কিন্তু তারা একে অপরের লজ্জায় (বাবা, দাদা, ভাই এর সামনে!!) একটু ইতস্তত করতে শুরু করল। এই অসহায় নিদারুন অবস্থা দেখে তাদের বড় দাদা (*যেহেতু সে সবার বড় মুরুব্বি*) হাঁক মেরে আদেশ করল—লজ্জার কোন কারণ নেই আল্লাহ আমাদেরকে পুরুস্কৃত করেছেন। **Let us enjoy heavenly pleasure man!!!**

তখন দেখা গেল যে সবাই সেক্সের তাড়নায় টিক্‌তে না পেরে যে যার পছন্দের হুরীকে নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে শুরু করল সেক্সের আদিম খেলা। অর্থাৎ, ছেলে বাবা, দাদা, ভাই ইত্যাদি সকলে সবার সামনেই শুরু করল **যৌন কেলীর মহা মাতম** এবং যৌন খেলার স্বাভাবিক **হাঁ, হুঁ, ওঁ, আঁ,** যতসব মজার শব্দ ভেসে আসতে লাগল চারিদিক থেকে। পাঠকগন একবার ভেবে দেখুন সেই যৌন মাতমের দৃশ্যটি কত মজারই না হবে! **সত্যি আল্লাহ পরম দয়ালু বটে।**

এ**বারে পাঠকদের জন্য হুরীদের কিছু বর্ণনা**

পবিত্র কোরানে বেহেশতি হুরীদেরকে বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন সব বর্ণাট্য অতি লোভনীয় বর্ননা দিয়েছেন জিহাদীদের মাথা ঘুরিয়ে দেবার জন্য। এবার দেখা যাক দয়ালু আল্লাহ এবং আমাদের পেয়ারা নবীর মতে এই বেহেশতি সেক্স মেশিন-হুরীগন কেমন হবে!

কোরান-(৭৮:৩২-৩৪): হুরীগন হবে চির-যৌবনা (বয়স কখনো বারবে না), ঢাগর ঢাগর বা টানা টানা চোঁখের, চকমকে সাদা গায়ের রং, এবং বড় বড় উন্নতবক্ষা অর্থাৎ দীলে ছুরি মারার মত চোকা **(Pointed/protruding bosoms)** অর্থাৎ, মুমিন বেহেশ্‌তি বাসিদের অন্তরে/দীলে তীর মারার ন্যায় বক্ষ যুগল।

মিসকাত; অধ্যায়-৩; পৃষ্ঠা-৮৩-৯৭: হুরীগন এত বেশি সুন্দরী বা রূপসী হবে যে তারা যদি আকাশের জানালা দিয়ে পৃথিবীর দিকে তাঁকায়, তা'হলে সমস্ত দুনিয়া আলোকিত এবং সুগ্রানে ভরে যাবে আকাশ এবং পৃথিবীর মাঝখানের সব জায়গা। একজন হুরীর মুখমন্ডল আয়নার চেয়েও মসৃন বা পরিস্কার এবং হুরীর গালে একজনের চেহারা দেখতে পাওয়া যাবে এবং হুরীর পায়ের (Legs) মজ্জা দেখতে পাওয়া যাবে খালি চোখে।

তিরমিজি,অধ্যায়-২; পৃষ্ঠাঃ একজন হুরী অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী যার শরীর হবে আয়নার মত সচ্ছ বা মসৃন। তার পায়ের হাড়ের ভেতরের মজ্জা দেখতে পাওয়া যাবে যেন মনি, মুক্তার ভেতরে লাইনের ন্যায়। তাকে মনে হবে একটি সাদা গ্লাসে রাখা লাল মদের ন্যায়। সে হবে সাদা রং এর দুধে আলতা মিশানো, এবং তার

কখনো হায়েজ **(Menstruation)**, পেশাব, পায়খানা, গর্ভবতি হওয়া, ইত্যাদি কিছুই হবে না। হুরি হবে অল্প বয়স্কা, যার বক্ষ-যুগল হবে বড় বড়, গোলাকার, এবং কখনো ঝুলে পরবে না, সবসময় তীরের ন্যায় চোকা চোকা থাকবে। এইসব হুরীগন থাকবে এক অতি উজ্জল এবং যৌলুষপুর্ন জায়গাতে।

এবার ইসলামের মহা পন্ডিত ইমাম গাজ্জালির বই (Ihya Uloom Ed-Din), যাকে সুন্নী মুসলিমগন কোরানের পরেই এই বইকে সম্মান করে) থেকে কিছু সুখবর দেওয়া হউক মুমিন মুসলিমদেরকে—

অধ্যায়- ৪; (পৃষ্ঠা-৪.৪৩০: নবী করিম (সঃ) বলেছেন, ‘‘বেহেশতের হুরীরা হবে একেবারে পবিত্র বা বিশুদ্ধ বা কুমারী যুবতী—যাদের কোন হায়েজ হবে না, পেশাব, পায়খানা, কাশি এবং তারা কখনো গর্ভবতি হবেনা। তারা বেহেশতে বসে পবিত্র গীত গাইবে, ***‘‘আমরা সবচেয়ে সুন্দরী হুর এবং আমরা আমাদের সম্মানিত স্বামীদের জন্য নির্দারিত আছি’’।*** এখানে খুব সহজে ধারণা করা যায় যে দয়ালু আল্লাহ বেহেশতিবাসীদের জন্য এরূপ খাশা মাল রেডি রেখেছেন যেন জিহাদীরা এবং মুমিনগন (*যারা দিনে পাঁচবার নামাজ আদায় করে এবং রোযা রাখে)* বেহেশ্তে যেয়ে তাদের যৌন কাজ চালিয়ে যেতে পারে ক্রমাগত **(non-stop and uninterrupted)** ভাবে। কারণ তাদের হাতে অযথা সময় নষ্ট করার মত যথেষ্ট সময় নেই। তাদের জন্য এমন সুব্যবস্থা রাখা হবে যাতে তারা ক্রমাগত যৌন কেলীর মাতম চালিয়ে যেতে পারে কোটি কোটি বৎসর ধরে। সাধে কি আল্লাহ পবিত্র কোরানে বারবার বলেছেন—‘‘**আমি পরম দয়ালু**’’!!!

নবী করিম (সঃ) আরও বলেছেন যে ‘‘বেহেশতি বাসীরা ১০০টি শক্তিশালী পুরূষের সমান যৌন শক্তি লাভ করবে। বেহেশতের প্রত্যেক বাসিন্দ্বা পাবে ৫০০ শত হুরী, ৪,০০০ অবিবাহিত যুবতী মেয়ে, এবং ৮,০০০ যুবতী বিধবা মেয়ে। এরা প্রত্যেকে একজন (প্রতিটি) বেহেশতি জিহাদীকে ক্রমান্যয়ে একে একে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে রাখবে যার **duration** একজন বেহেশতি বাসীর পার্থিব সারা জীবনের সময়ের সমান হবে।’’ এবার বুঝুন ঠেলা! একজন জেহাদী যদি ৭০ বৎসর পৃথিবীতে বয়স পায়, তা’হলে সে ৭০ বৎসর ধরে একাধারে হুরদের মধুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ থাকবে। সমস্যা হল, এইসব জেহাদীরা মদ, মধু, পাখীর মংস, ফল-মূল খাবার সময় পাবে কি?

এখানে একটি অতি প্রয়োজনীয় হাদিসের বর্ণনা না দিলে মস্তবড় ভুল হবে। কারণ, বেহেশ্ত বাসী প্রতিটি মুমিন মুসলমানের পরম দায়ীত্ব হবে মোট ১২,৫৭২ টি (বার হাজার পাঁচশত বাহাত্তুরজন) উন্নত বক্ষা আয়োতলোচনা নারীদের যৌনতৃপ্তি দান করা। এবং এই মহান কাজের সাহায্য হিসেবে পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা বেহেশ্তি বাসীকে কিরূপ শক্তি দিবেন তার সুখবরও দেওয়া হয়েছে পবিত্র সহি হাদিসে। নিম্নের হাদিসটি দয়া করে পড়ুন।

<u>হাদিস নং ৪৩৩৭; ইব নে মাজাহ, ভলিউম-৫, পৃষ্ঠা-৫৪৭:</u> আবু ওমামা (রাঃ) বলেছেন যে আল্লাহর রসুল (দঃ) বলেছেন, ‘‘আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহেশ্তে স্থান দিবেন এবং প্রতিটি বেহেশ্তি বাসীকে বিবাহ দিবেন ৭২টি অনিন্দ্য সুন্দরী রমণীর সঙ্গে; যাদের মধ্যে দুইজন হবে চির কুমারি (**Virgin**) আয়োতলোচনা এবং বড় বড় চোখ ওয়ালা হুরী, এবং বাকী ৭০জন হবে **from his inheritance যাহা সে লাভ করবে from the people of of the hell** বা গনীমতের মাল থেকে। প্রত্যেকটি সুন্দরী রমণী বা কন্যার থাকবে খুব আরামদায়ক যৌনাঙ্গ (**Pleasant vagina**) এবং বেহেশ্তি পুরুষের যৌনাঙ্গ (**Penis**) সবসময়, অর্থাৎ সর্বদাই শক্ত বা খাড়া হয়ে থাকবে (**Permanent erection**), কখনো বাকা হবে না যৌন কেলির সময়; মূলত পুরুষাঙ্গটি সবসময়্যেই হুরীদের যুনির ভেতরেই প্রবিষ্ট থাকবে পালাক্রমে একের পর এক প্রায় ৭০ বৎসর ধরে। **সুবাহানাল্লাহ ;আল্লাহ কত মহান!!!**

এ প্রসঙ্গে হাসিম বিন খালিদ বলেছেন–‘‘ উপরোল্লিখিত গনীমতের মাল’ আসবে দোজকবাসী কাফেরদের মধ্য থেকে; অর্থাৎ, আল্লাহ যেসব কাফেরদেরকে জলন্ত দোজকে ফেলবেন তাদের স্ত্রী-কন্যাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবে, ঠিক যেমনটি হবে ফেরাউনের স্ত্রীকেও দেওয়া হবে বিশ্বাসীদেরকে।

এখানে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে আল্লাহ আসলেই অনেক দয়ালু এবং তিনি প্রত্যেকটি মুমিন মুসলমানকে **১০০ শতটি পুরুষের সমান যৌনশক্তি** দান করবেন এবং তার পুরুষাঙ্গটিকে দিবেন সর্বদা শক্ত থাকার শক্তি (**permanent penile erection**) যাতে করে সে **মোট ১২,৫৭২টি নারীর** যৌন তৃপ্তি দিতে পারে অনায়েসে। পরম করুনাময় আল্লাহ সেসব হাজার হাজার সুন্দরি নারীর সুব্যবস্থা করেবেন দোজকি কাফেরদের স্ত্রী-কন্যাদের (মনে হচ্ছে তারা হবে পশ্চিমা কাফের–**অর্থাৎ আমেরিকান এবং ইউরোপিয়ান কাফের দের স্ত্রী-কন্যাদের মধ্য থেকেই)**। কারন, আল্লাহ পবিত্র কোরানে বার বার আশ্বাস দিয়েছেন–যে এসব বেহেশ্তি হুরগন হবে অনিন্দ্য সুন্দরী, সাদা (ফরসা) রংএর। এ দুনিয়ার মুসলিমাহ গন প্রায় ৯৮% হল কাল এবং ময়লা রংএর, এবং তেমন সুন্দরীও নয়। মনে হচ্ছে ঠিক সে কারণেই আল্লাহ তায়ালা ঠিক করেছেন এসব সাদা মেয়েদের (কাফের দের স্ত্রী-কন্যা) কেই নির্বাচিত করবেন মুসলিম বেহেশ্ত বাসীদের স্ত্রী হিসেবে। অর্থাৎ, কাফেরদের মরেও শান্তি নেই। একেত তারা সবাই নিক্ষিপ্ত হবে জলন্ত দোজকে, উপরন্ত তাদের বৌ-মেয়েরা স্থান পাবে মুমিন মুসলমানদের হারেমে। উপযুক্ত শাস্তি বটে!

আল্লাহ এসব পশ্চিমা কাফেরদের স্ত্রী-কন্যাদের বেহেশ্ত বাসী মুমিনদের খেদমত করার সুযোগ দিয়ে মূলত তাদেরকে দোজকের আগুন থেকে উদ্ধার করবেন, অর্থাৎ সেইসব কাফের নারীগন বেহেশতেই থাকবেন এবং মনে হচ্ছে মুমিনদের খেদমতেই নিযুক্ত থাকবে। এখন বড় সমস্যাটা হল–আমাদের মুত্ত্বাকীন মুসলিম মহিলাগন যাবে কোথায়? আল্লাহ তায়ালা কিন্তূ তাদের সম্বন্ধে কিছুই বলছেন না।

তা'হলে কি ধরেই নেব যে মুসলিমাহগন (মুত্ত্বাকীন মহিলা) আসলে নিক্ষিপ্ত হবে জলন্ত দোজকে? আমাদের পেয়ারা নবী কিন্তু তার সহি হাদিসে ঠিক সে কথাই বলেছেন। তিনি মিরাজ থেকে ফিরে এসে বলেছেন, **''আমি মিরাজে যেয়ে দেখে এসেছি দোজক গুলো পুর্ন থাকবে মুসলিম মহীলাদের দ্বারা, কারণ তারা স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করে না''।**

তবে যে আজ বিশ্বজুড়ে দেখা যাচ্ছে আমাদের মুসলিমাহ্দের (মুত্ত্বাকীনাদের) হিজাব এবং কালো রং এর নানাহ উদ্ভট স্টাইলের বোরখা পড়ে সাক্ষাত ভুতের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে! তা'হলে কি এরা অযথাই এসব স্বামীদের ভক্তি করে যাচ্ছে? মুসলিমাহ্ (মুত্ত্বাকীনাদের) স্ত্রীদের জন্য আমার সত্যিই বড় দুঃখ হয়। তাদের জন্য কোন সুখবর আমি কোরান-হাদিস-ইসলামি পন্ডিতের বইগুলি তন্ন তন্ন করে ঘেটেও কোন কিছুই খুজে পেলাম না। সরি লেডিজ, আপানাদের ভাগ্যে আল্লাহ তায়ালা কিছুই রাখেন নাই বেহেশ্তে।

পৃষ্ঠা-৪.৪৩১: (Ihya Uloom Ed-Din)

নবী করিম (সঃ) বলেছেন–''যদি কোন বেহেশতি তার সন্তানাদি পেতে চায়, তা'হলে সে তাহাও পাবে। তার বাচ্চা মায়ের গর্ভেই থাকবে কিন্তু সে একই সময়ে দুধছাড়া হবে এবং একজন যুবক বা যুবতী হয়ে যাবে খুব তারাতারি একই সময়ে। বেহেশতি বাসিদের শরীরের রং হবে সাদা, তাদের চোখ থাকবে শুঁরমা লাগানো, এবং তারা হবে দাড়ী বিহীন, এবং শরীরে কোন লোম থাকবে না। তাদের বয়স হবে ৩৩ বৎসর (কখনো বয়স বাড়বে না) এবং তারা হবে ৬০ ফুট লম্বা ও ৭ ফুট চওড়া।

নবী করিম (সঃ) আরও বলেছেন–''যেসব নেকী মানুষ সর্বপ্রথম বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে তাদের শরীরের জ্যোতি হবে পুর্নিমা **(Full-moon)** চাঁদের মত; এবং তাদেরকে যারা follow করবে তাদের শরীরের জ্যোতি হবে আকাশের উজ্জল তারকারাশির মত। তারা কেহ প্রশ্রাব করিবে না, বাহ্য ত্যাগ করিবে না, থুথু ফেলিবেনা এমনকি নাক থেকেও কোন কঁফ/সর্দি বের হবে না। তাদের চিরনী হবে স্বর্নের তৈরী এবং তাদের ঘাম থেকে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধি বের হবে। বেহেশতের সুন্দুরী হুরগন হবেন তাদের স্ত্রী। তারা সকলেই প্রায় একই রকম দেখা যাবে এবং তাদের শরীর হবে **আদমের মত ৯০ ফুট লম্বা** (*কাছাছুল আম্বিয়া থেকে)*।''
সোবাহানাল্লাহ!!!

ইসলামের মহা পন্ডিত ইমাম গাজ্জালির বই (Ihya Uloom Ed-Din) থেকে আরও কিছু চমকপ্রদ এবং লোভনীয় বেহেশ্তি ব্যবস্থার সুখবর দেওয়া হচ্ছে, যাতে মুমিন মুসলিমরা আরও বেশি করে নামাজ-রোজাতে মহা ব্যস্ত থাকেন।

(পৃষ্ঠা- ১.১১৭; ১.১৪৯-১৫০; ১.১৮১):

মুমিনদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি সবার আগে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। সকল বিশ্বাসীগন অবশ্যই অগাধ বিশ্বাস রাখিবে বেহেশত এবং দোজকের ব্যাপারে। বিশ্বাসীদের মধ্যে মুয়াজ্জিন এবং মসজিদের ইমামগন (৪০ বৎসর একাজ করলে)বিনা বিচারে **Unconditionally** বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। কারণ মসজিদের ইমামগন হল দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধি। ইমামগন হাসরের দিন আল্লাহ এবং তার বান্দাদের মাঝখানে দাঁড়াবে। সুতরাং বেশিকরে ইমামদের পেছনে নামাজ আদায় কর যদি বেহেশতে প্রবেশ করিতে চাও। রোযাদারগন বেহেশতের দরজায় টোকা দেবার ক্ষমতা রাখিবে।

(পৃষ্ঠা-৩.২০৪)

নবী করীম (সঃ) বলেছেন–''গরীব রিফুজীরা (ভিক্ষুকরা) ধনী রিফুজীদের ৫০০ শত বৎসর পুর্বে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। গরীব বিশ্বাসীগন ধনী বিশ্বাসীদের অনেক পুর্বেই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। গরীবরা যখন বেহেশ্‌তের সকল সুস্বাদু খাবার এবং পানিয় ভোগ করিবে, তখন ধনী বেহেশ্‌তীবাসীরা তাদের হাঠুগেড়ে বিনয়ের সাথে বসে থাকবে। আল্লাহ সোবাহানাল্লাহ তায়ালা তখন বলবে–**''আমার প্রশ্ন আছে তোমাদের কাছে। তোমরা দুনিয়াতে এইসব গরীবদের রাজা-বাদশা হয়ে তাদেরকে শাসন করেছ। এখন তোমরা আমাকে বল–আমার দেওয়া ক্ষমতা তোমরা কি ভাবে ব্যবহার করেছ দুনিয়াতে।''**

(পৃষ্ঠা-৩.২০৫)

নবী করীম (সঃ) বলেছেন–''বিশ্বাসীদের মধ্যে তারাই থাকবে বেহেশতের উচ্চ সম্মানিত পদে এবং সুসম্মানিত জায়গায় যাহারা এই দুনিয়াতে সকালের আহারের পর রাত্রির আহার যোগার করতে পারে নাই; যাহারা কোন টাকা ধার পেত না; যাহাদের কেবল লজ্জা নিবারনের একটু কাপড় ছাড়া অন্য কোন কাপড় ছিল না, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ মোটেও পেত না কিন্তু তবুও সর্বদা আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস রেখেছে। সেইসব ব্যক্তিগন হল, যাদের উপর আল্লাহ তার করুনা বর্ষন করেছেন–অর্থাৎ নবীগন, সত্যবাদীরা, শহীদ এবং প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তিগন।

(সারা মুসলিম বিশ্বে কেন এত গরীব-ভিক্ষুক আছে তার পরিস্কার ইঙ্গিত বুদ্ধিমানদের জন্য এখানেই নিহিত আছে)।

(পৃষ্ঠা-৩.২১০)

নবী করীম (সঃ) বলেছেন–''আমি কি তোমাদেরকে খবর দিব যে সকল দূর্বল, অবহেলিত কিন্তু আল্লাহ বিশ্বাসীরাই থাকবে বেহেশতে; আর সকল গর্বিত, নিষ্ঠুর এবং দুষ্টু লোকেরা থাকবে দোজকে? আর দুনিয়াতে যাদের গায়ে ছিল ময়লা, চুল, ধুলাবালি মাখানো, দুর্গন্দ্ধযুক্ত,ছিন্নবিন্ন বস্ত্র, যাদেরকে মানুষ ঘৃনা করত, যারা

রাজা-বাদশার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেত না, যারা কোন মেয়েলোক পেত না বিবাহ করতে, যাদের কথা কেহই শুনত না, যাদের সুপ্ত বাসনা এবং আশা, আকাঙ্ক্ষা তাদের মনেই থেকে যেত–তারাই হবে বেহেশতবাসী। (***মুসলিমরা দুনিয়াতে সবার চেয়ে গরীব কেন তার আসল রহস্য এখানেই পাওয়া গেল)।***

(পৃষ্ঠা-৪.২৯৪; ৪.৩২১; ৪.৩৫৩)

নবী করীম (সঃ) বলেছেন–''হাসরের দিন আল্লাহ সুবাহানাল্লাহু তায়ালা কিছু উৎকৃষ্ট মুমিন বা **ওয়ারাসাতুল আম্বীয়াদের** (যেমনঃ মাওলানা সাইদী, বাংলা ভাই, নিজামী, গোলাম আজম গং) মুসলিমদেরকে পাখা দিবেন যাহাতে তারা বেহেশতে পাখীর মত উড়তে পারে এবং বেহেশতের বিভিন্ন কুদরত ঘুরে ঘুরে দেখতে পারে। এসবই পাবে তারা তাদের নির্বেজাল এবং গভীর ভাবে আল্লাহতে বিশ্বাসের জন্য। যারা মসজিদে বসে সময় কাটায় তারা আল্লাহর সাক্ষাত পাবে, বেহেশত যারা আশা করে তারা রাত্রিতে ঘুমবেনা, এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তারা সকালে আরাম করবে। যারা মৃগী রোগী (**Epileptic**) তারা নিশ্চিত বেহশতে যাবে। দুইটি বেহেশতে থাকবে পিতলের বাসন-কোষন; আর দুইটি বেহেশতে থাকবে সোনার তৈরী বাসন-কোষন। হুরীগন বেহেশতের সব জায়গা আলোকিত এবং সুঘ্রানে ভরে দিবে যেখানে বাস করবে শহীদ মুসলিমগন এবং জেহাদী শহীদ্গান বারবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে এবং আবার শহীদ হতে চাইবে (**কাফির এবং ইহুদীদেরকে খতম করতে**) এবং আবার পৃথিবীতে ফিরে এসে শহীদ হতে চাইবে।

এবার শুনুন পবিত্র বেহেশতের গঠন,আকৃতি এবং তার পরিপার্ষিক ব্যবস্থাঃ

(পৃষ্ঠা-৪.৪২৭: Ihya Uloom Ed-Din)

পবিত্র ইসলামি বেহেশতের ৮টি প্রকান্ড দরজা থাকবে এবং একটি দরজার একপাশ থেকে অন্য পাশে যেতে একজন মানুষের একশত বৎসর লাগিবে। এই দরজার বিভিন্ন নাম থাকবে। যেমন, যাহারা ভক্ত নামাজী তাদেরকে 'নামাজের' দরজা দিয়ে বেহেশতে প্রবেশের আদেশ করবে। তেমনি, যাহারা যাকাত আদায় করেছে তাদেরকে যাকাতের দরজা দিয়ে এবং যাহারা জিহাদ করে শহীদ হয়েছে তাহাদেরকে 'জিহাদী' দরজা দিয়ে বেহেশতে প্রবেশের আদেশ করা হবে। সোবাহানাল্লাহ!!!

(সহী বোখারি শরিফ নং ১২১৪)

সাইদ ইবনে আবু মরিয়ম (রাঃ) বর্ণিত, ''রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতের মোট ৮টি দরজা থাকবে যার একটির নাম হবে-'**রিয়া'ন**' যার মধ্য দিয়ে শুধু রোজাদারগন প্রবেশ করবে।''

(Ihya Uloom Ed-Din: পৃষ্ঠা-৩.৫০. ৮৯৬; ৪.৫২.৪৮; ৪.৫৪.৪৬৫; ৪.৫৪.৪৬৬; ৪.৫৪.৪৭৪)

মুমিনদের মধ্যে যাহারা আল্লাহর **৯৯টি** নাম মনে রাখতে পারবে তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করবে বিনা বাধায়। বেহেশতের প্রকার বেধ (**Grades**) ১০০ প্রকার। তমধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ট বেহেশত (**Five star**) হবে **আল-ফেরদৌস** নামক বেহেশত। হযরত ওমর (রঃ) এবং তার মত সকল মুমিন মুসলিমগন এই আল-ফেরদৌস নামক বেহেশতে স্থান পাবেন। **বেহেশতের তাবু** হবে মুক্তামনি দিয়ে সাজানো এবং তার পরিধি হবে ৬০ মাইল দীর্ঘ্য এবং ৩০ মাইল চওরা। *(এখানে লক্ষনীয় বিষয় হল–প্রফেট মোহাম্মদের মস্তিস্কে বেদুইনদের তাবু ছারা আর কিছুই চিন্তায় আসে নাই। সে ধরেই নিয়েছে যে বেহেশতেও তাবুই থাকবে।)*

(Ihya Uloom Ed-Din: পৃষ্ঠা-৬.৬০.৭; ৬.৬০.৪০২; ৬.৬০.৪০৩; ৭.৭০.৫৫৫; ৯.৯৩.৫৩৬; ৪.৫২.৫৩)

বেহেশ্‌ত বাসীদের সর্বপ্রথম খাবার হবে মাছের ডিমের তৈরী কাবাব। বেহেশতে একটি **Pavilion** থাকবে যাহা মুক্তামনি দিয়ে তৈরী এবং তার দৈর্ঘ্য হবে ৬০ মাইল লম্বা এবং তার প্রত্যেক কোনায় কোনায় থাকবে সুন্দরী রমনীগন বেহেশত বাসীদেরকে আনন্দ দেবার জন্য। বেহেশতে একটি প্রকান্ড গাছ থাকিবে যার ছায়াকে মারাতে লাগিবে ১০০শত বৎসর। সোবাহানাল্লাহ !!!

(পৃষ্ঠা–১.১৯০)

কাবা শরিফের কালো পাথরটি হল বেহেশতের জুয়েল। হাসরের দিন এই কালো পাথরটিকে বেহেশতে স্থান দেওয়া হবে। এই কালো পাথরের একটি জ্বিব্বা এবং দু'টি চোঁখ থাকবে যাহা দ্বারা এই পাথরটি কথা বলবে। পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালা এই কালো পাথরটি আদমের জন্মের ২০০০ বৎসর পুর্বেই তৈরী করিয়াছিলেন। সোবাহানাল্লাহ !!!

(পৃষ্ঠা–১.২০৭)

কাবা শরিফের কালো পাথরকে চুমু দেওয়া মানে আল্লাহর হাতকেই চুমা দেওয়া। আমাদের পেয়ারা নবী বলেছেন–''কাবার কালো পাথরটি হল পৃথিবীতে আল্লাহর ডান হাত । মানুষ যেরূপ মানুষের সঙ্গে হেন্ডসেক করে, সেরূপ আল্লাহও দুনিয়াতে মুমিনদের সঙ্গে হেন্ডসেক করে এই দুনিয়াতে।

((পৃষ্ঠা–১.১৯০)

নবী করীম (সঃ) বলেন-''পবিত্র কোরানের প্রত্যেকটি আয়াত হল বেহেশতের

দরজা এবং তোমাদের ঘরের বাতি। আল্লাহভক্ত মুমিনগন বাস করবে লাল মুক্তার তৈরী অতি উচ্চ টাওয়ারে যেখানে থাকবে ৭০ হাজার কোঠা (Room) । ঔসব সুউচ্চ কোঠা থেকে বেহেশতি বাসীরা নিচে অন্যান্য বেহেশতি মুমিনদেরকে অবলোকন (**Peep**) করবে।

এবার মুমিনদের জন্য খবর দেওয়া হচ্ছে বেহেশতে বিভিন্ন ক্লাশ (Grades) এর বেহেশতে কিসব লোভনীয় ব্যবস্থা থাকবে। এই নস্বর দুনিয়াতে যেরূপ হোটেলের বিভিন্নরূপ (কাফেরদের তৈরী) ক্লাশ বা **grade** থাকে। যেমন–ওয়ান স্টার, টু স্টার, থ্রি স্টার বা ফাইব স্টার ইত্যাদি। সেরূপ পবিত্র বেহেশতে ও থাকবে বিভিন্ন কেটাগরীর বা গ্রেডের বেহেশত এবং থাকবে বিভিন্ন লোভনীয় জাকজমক পুর্ন সুখের ব্যবস্থা। এসবই করবেন পরম দয়ালু আল্লাহ সোবানাল্লাহ তায়ালা কেবলই মুমিনদের জন্য, বিশেষ করে যেসব মুমিন জিহাদীরা যত বেশি ইহুদী এবং হিন্দু-খৃস্টান কাফের হত্যা করতে পারবে সুইসাইড বোমা মেরে, তাদের জন্য থাকবে বিভিন্ন গ্রেডের বেহেশ্ত। নিচে তার কিছু নমুনা দেওয়া গেল।

(পৃষ্ঠা–৪.৪৩১)

নবী করীম (সঃ) বলেছেন–''সবচেয়ে নিম্ন ক্লাসের বেহেশত বাসীদের জন্য আল্লাহ **৮০,০০০** (আশি হাজার) চাকরের ব্যবস্থা করবেন (***সম্ভবত আমেরিকান কাফেরদেরকেই এই চাকরের চাকরীটি দিবেন। আমেরিকান মোল্লা পেট রবার্টসন এদের মধ্যে থাকবে)*** এবং তারা প্রত্যেকে পাবেন ৭২টি সুন্দরী উন্নতবক্ষা স্ত্রী তাদের উপভোগের জন্য।

(সহি মুসলিমঃ ১. ০৩৬৩; ২০.৪৬৯০, ৪৬৯১)

সবচেয়ে নিম্নমানের বেহেশতীদের জন্য থাকবে তাদের চাহিদার ১০ গুন; সর্ব উচ্চ মানের বেহেশতীদের (***ওয়ারাসাতুল আম্বীয়াদের***) সিলেক্ট করবেন আল্লাহ তার নিজের পছন্দমত এবং আল্লাহ তায়ালা তদেরকে দিবেন এত বিলাশবহুল জীবন যাহা এই পৃথিবীর কোন মানুষ কখনো চোঁখে দেখে নাই, কানে শুনে নাই, এবং কখনো তাহা চিন্তাও করতে পারে নাই। জেহাদীরা তাদের দুই তৃতীয়াংস গনিমতের মাল পাবে বেহেশতে পৌছে; তাহারা এক তৃতীয়াংস পাবে এই পৃথিবীতেই; যদি তাহারা এই পৃথিবীতে কোন গনিমতের মাল না পায়, তা'হলে তাহারা গনিমতের সবটুকুই পাবে বেহেশতে পৌছে।

(Ihya Uloom Ed-Din: পৃষ্ঠা-৪০.৬৭৯২, ৬৭৮৮, ৩২.৬২২২, ৬২২৩, ৬২২৪; ৩০.৫৭০২)

পবিত্র বেহশতের পানির রং হবে দুধের চেয়েও সাদা, এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি।

বেহেশতের পানির ঝর্না হবে একটি সোনার তৈরী এবং আর একটি হবে পিতলের তৈরী। বেহেশতের গেট খোলা থাকবে সোমবারে এবং বৃহস্পতিবারে, এবং বেহেশতবাসীদের রেকর্ড চেক করা হবে বৃহস্পতি এবং শুক্রবারে। নিম্নের বেহেশতবাসীরা উপরের বেহেশতবাসীদেরকে দেখবে ঠিক যেমন আমরা আকাশের নক্ষত্র দেখি। বেহেশতে একটি প্রকান্ড রাস্তা থাকবে যেখানে সর্বদা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বাতাস বইবে যাহা সুবাস বয়ে আনবে এবং সকল ভালবাসা, সৌন্দর্য ও জৌলস বয়ে আনবে। ***(আল্লাহ এবং তার পেয়ারা রসুলই জানেন বেহেশতে কিভাবে দিন বা রাত্রি এবং বৃহস্পতি বা সশুক্রবার হবে! তা'হলে কি বেহেশতেও চন্দ্র ও সুর্য্য থাকবে বিচরন করার জন্য?)***

(Ihya Uloom Ed-Din: পৃষ্ঠা-৪০.৬৭৯৭; ৬৭৯৮; ৪০.৬৮০০;৪০.৬৮০২; ৪০.৬৮০৮; ৪.৬৯৯৮)

বেহেশতিবাসীগন প্রচুর আহার করবে অনেক ভাল ভাল সুস্বাধু খাবার এবং পান করবে অনেক পানীয়; কিন্তূ, তাহারা কখনো থুথু ফেলবে না, প্রশ্রাব করবে না, পায়খানা করবে না, নাক থেকে সর্দি,কফঁ **(catarrh)** ফেলবেনা, এবং তাদের গায়ের ঘাম হবে আতরের ন্যায় সুগন্ধিযুক্ত। তাহারা খাবার হজম করবে জোড়ে পাদ **(Furting, belching)** দিয়ে। বেহেশতে কাহার কাপড় ছিরে যাবে না, ময়লা হবে না, এবং সবাই হবে চক চকে যুবক। কোন কোন বেহেশতবাসীর হার্ট হবে পাখির হার্টের ন্যায়। পবিত্র বেহেশতের মাটি হবে চক চকে সুগন্ধি মেশক্-আম্বরের খুশবুর মত।

উপসংহারঃ

উপরোল্লেখিত পবিত্র কোরান-হাদিস থেকে সংগৃহীত ইসলামী বেহেশতের কিছু নমুনা পড়ে পাঠকগন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে ইসলামী হেভেনে এই পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাষ, লোভ-লালসার বস্তূতেই পরিপুর্ন। আর তাহা সৃষ্টি করেছেন আমাদের পেয়ারা নবী নিজে সুধু আরব বেদুইনদেরকে তার দলে আকৃষ্ট করতে, যাতে এইসব উগ্র-বর্বর বেদুইনরা তাদের জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। কারণ, পেয়ারা নবী নির্দোষ নিরীহ আরব প্যাগানদের (যারা তার নতুন ধর্ম স্বীকার করে নাই) ধন-সম্পদ লুট তরাজ এবং তাদের ঘরবাড়ী বৌ-জিদেরকে দখল এবং ধর্ষন করার জন্য এইসব উগ্র-বর্বর বেদুইনদের শক্তির প্রয়োজন ছিল অনেক বেশি।

প্রফেট মুহাম্মদ ছিলেন একজন অতি চালাক, বুদ্ধিমান, এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। তিনি বেশ ভাল করেই বুঝেছিলেন যে তার এই আত্ত্ববিলাসপুর্ন, স্বার্থান্বেষী এবং উগ্র মনোভাবের স্বার্থসিদ্ধি হাসিল করার জন্য এইসব অশিক্ষিত বেগাবন্ড বর্বর আরব বেদুইনদেরকে উত্তেজিত,উৎসাহিত এবং একতাবদ্ধ করার জন্য এইসব অবাস্তব বেহেশ্তী ফ্যান্টাসী তৈরীর অতি প্রয়োজন ছিল। কারণ মুহাম্মদ বেশ ভাল

করেই বুজেছিলেন যে তার নবী হবার ফ্যান্টসী হাসিল করতে হলে আরব বর্বর অশিক্ষিত গরীব বেদুইনদেরকে একতাবদ্ধ এবং উত্তেজিত করতে হবে, এবং আরবের ধনী প্যাগান এবং ইহুদীদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে ধংস করতে হবে।

পেয়ারা নবী খুব ভাল করেই জানতেন কি কি লোভনীয় জিনিস এইসব আরব বেদুইনদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং আকর্ষনীয় হবে। তিনি ভাল করেই জানতেন যে আরব বেদুইনরা ঔতিহাসিকভাবেই যৌন-উম্মাদ এবং মদ্যপ। অর্থাৎ,মেয়ে ও মানুষ এবং মদ তাদের কাছে অতি মুল্যবান বা প্রিয় জিনিষ। আরবের শুস্ক এবং রুক্ষ মরুভুমিতে পানি স্বভাবতই ছিল এক নেয়ামত স্বরূপ যাহা কোন আরবই অবহেলা করার সাহস রাখে না। পেয়ারা নবীর অতি বুদ্ধিমান সৃষ্টি **(clever creation and wishful description of heaven)** এবং তার বেহেশতী সব লোভনীয় বিবরনে (যাহা তিনি নকল করেছেন হিন্দু এবং জরোষ্টিয়ান ধর্মের গাজাখুরী কিছু বিবরন থেকে) বেদুইনদের জন্য লোভনীয় কোন বস্তূই বাদ পরে নাই। এইসব আরব বেদুইনদেরকে আকর্ষন করার সফল চেস্টায় তিনি সৃষ্টি করেছেন এইসব অবাস্তব বা গাজাখুরী সব বেহেশতী ফ্যান্টাসী। আসলে চালাক নবী মুহাম্মদের এই অবাস্তব জৌলস্পুর্ন লোভনীয় বেহশতী বিবরনে গরীব, অশিক্ষিত, বর্বর বেদুইনরা মেস্‌মেরাইজড্ হয়ে জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেবার জন্য উম্মুখ হয়ে যুদ্ধ করেছিল সেদিন। তারা এইসব অতি লোভনীয় সুন্দরী নারী (হুর), মদ, বিলাষ পুর্ন সব জিনিষকে পাবার জন্য মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করেছিল ধর্মীয় সুধা পান করে। কারণ গরীব ব্যাগাবন্ড বেদুইনদের কাছে এইসব লোভনীয় জিনিষ এবং বিলাসপুর্ন জীবন যাপন ছিল অতি অকল্পনীয়।

এইসব বর্বর আরব বেদুইনদের কাছে সবচেয়ে ড্রাইবিং ফোর্স ছিল যুদ্ধলদ্ধ গনীমতের মাল (**war booty**)। এই গনীমতের পেকেটে তারা যাহা পেত তাহা হলঃ **পরাজিত প্যাগানদের সুন্দরী স্ত্রী, কন্যা ও মেয়েদের সঙ্গে পরম আনন্দে যৌন সুখ লাভ, প্রচুর খাবার, মদ, এবং আরও অন্যান্য পার্থিব মালামাল, যাহা এইসব বেদুইনদের কাছে সারা জীবনের জন্য সপ্নই ছিল।** ফলে এই বর্বর অশিক্ষিত বেগাবন্ড বেদুইনরা ছিল একেবারে নির্ভীক যুদ্ধা এবং তারা ঔসব কথিত অস্বাভাবিক বিলাষ-পুর্ন বেহেশতী জীবন লাভের জন্য খুব তারাতারি মরতে চাইত যাতে পরজীবনে এসবই লাভ করতে এবং উপভোগ করতে পারে কোটি কোটি বৎসর ধরে। **প্রফেট মুহাম্মাদের প্যাগানদের সঙ্গে যুদ্ধে জেতার এটাই ছিল সবচেয়ে বড় চাবিকাটি।**

এখানে লক্ষনীয় বিষয় হল, আমাদের মুসলিম মুত্তাকীনাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা বেহেশ্‌তে কি রেখেছেন তার কোন হদিস সমস্ত কোরান-হাদিস-ইসলামী কিতাব ঘেটেও কিছুই খুজে পাওয়া যায় নাই। আমাদের পেয়ারা নবী অদ্ভুত আকৃতির বোরাখে (*পাঁখা ওয়ালা মেয়ের চেহারার গাধা*) চড়ে স্বয়ং আল্লাহকে দেখতে যেয়ে কিন্তূ দেখে এসেছেন যে সকল মুসলিম মহীলাগন দোজকের আগুনে জল্‌ছে। তাই মনে হচ্ছে মুসলিম মুত্তাকীনাদের জন্য বেহেশ্‌ত হারাম হয়ে গেছে। এখানে আল্লাহর

জন্য আরও একটি প্রভলেম হয়ে গেছে। আল্লাহ যেহেতু বার বার বেহেশ্তী বাসীদের জন্য সাদা রংএর সুন্দরী হুরপরীর আশ্বাস দিয়েছেন, তাই আল্লাহ বেহেশতের জন্য দুনিয়া থেকে নারী সাপ্লাই দিতে হলে—পশ্চিমা কাফেরদের বউ-জী দেরকেই সিলেক্ট করবেন কারণ তারা হল সাদা চামরার। মনে হচ্ছে আল্লাহ নিজেও একজন রেসিষ্ট! মুসলিমা মুত্ত্বাকীনাদের জন্য এটা বড্ড খারাপ খবর বটে।

ধর্মীয় চিন্তা সৃষ্টি হয় অজানা ভয় এবং কুসংস্কার থেকে যাহা মানুষ একেবারে অন্দ্ধভাবেই কোন প্রমান ছাড়াই বিশ্বাস করে থাকে। অন্দ্ধ-ভক্তি এবং অন্দ্ধ-বিশ্বাস থেকে মন-মস্তিস্কে জম্ন নেয় অসংখ্য অবাস্তব কুসংস্কারযুক্ত চিন্তা ও কথা। আর তা'দিয়ে দিনে দিনে তৈরী হতে থাকে অসংখ্য রূপকথা এবং যুক্তিহীন বর্ণনা বা অবাস্তব ঘটনার। অন্দ্ধ ভক্তদের মগজ ধোলাই হল এসব উদ্ভাবনার আসল উদ্দেশ্য, এবং দুর্ত রসুল মোহাম্মদের স্বার্থসিদ্ধির কৌশল হিসেবে তৈরী হয়েছে এইসব গাজাখুরী বেহেশতী গাল-গপ্প।

এটা আজ প্রশ্নাচিত যে প্রফেট তার চতুর বুদ্ধি দিয়ে এই অস্বাভাবিক বিলাষ-বহুল ইসলামি বেহেশতের লোভনীয় আকর্ষন **(Carrot and stick)** এর সাথে সাথে আবার এক অতি ভয়ংকর, সাংঘাতিক দোজকের বিবরন দিয়ে সে তাদেরকে একেবারে ভীত এবং সর্বদা সশঙ্কিত রেখেছিল। এই ভয়ংকর শাস্তিপুর্ন দোজকের ভয়, অন্যদিকে আতি বিলাসপুর্ন সুখের বেহেশতী পুরুস্কারের অঙ্গীকার বলতে গেলে আরব বেদুইন পাগলাদেরকে একেবারে সম্পুর্ন ভাবে পরাভুত বা পোষ মানিয়ে রেখেছিল যাহার ১০০% সুযোগ এই চতুর মুহাম্মদ নিয়েছিল তার ইসলামী ড্রিম স্থাপনে । এমনকি আজ, ১৪০০ শত বৎসর পরেও ঠিক ঐ একই ভয়ংকর দোজকের ভয় এবং জৌলুসপুর্ন ইসলামী বেহেশ্ত এর স্বপই হয়েছে আসল ওপিয়াম (**Opium**) যাহা দ্বারা প্রায় ১ বিলিয়ন মুসলিম নামী কিছু মানুষকে সুধু পোষ মানিয়েই রাখে নাই, তাদেরকে একেবারে বেকুব, বুদ্ধিহীন একটি রবটে পরিনত করেই রেখেছে।

<u>সুত্রঃ</u> পবিত্র কোরানের ইংরেজী অনুবাদ (মাওলানা ইউসুফ আলী); বোখারি শরিফ, সহি মুসলিম, সহি তিরমিজি, ইমাম গাজ্জালীর বিখ্যাত বই Ihya Uloom Ed-Din.